CENTRAL UNIVERSITY
OF SCIENCE & TECHNOLOGY

সূত্র:সিইউএসটি/প্রশাসন/২০১৮/২০১/৭৩

তারিখ : ০৮ মাঘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২১ জানুয়ারী ২০২১ খ্রিষ্টাব্দ

বরাবর
প্রধান বার্তা সম্পাদক
বাংলাভিশন টেলিভিশন
শ্যামল বাংলা মিডিয়া লিঃ, ঢাকা।

বিষয়ঃ সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী(সিইউএসটি) সম্পর্কে প্রচারিত সংবাদের প্রতিবাদ।

সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী(সিইউএসটি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত একটি বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়। ২০১৬ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়টি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর অনুমোদন লাভ করে।

প্রতিবেদকের বক্তব্যঃ জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান-এর নামে দেয়া হয় সিইউএসটি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্যঃ বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠাকল্পে এর উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এ্যাডভান্স ওয়েলয়েয়ার ফাউন্ডেশন (এডব্লিউএফ)-এর প্রতিষ্ঠাতা গাজী এম এ সালাম প্রকল্প প্রস্তাব জমা প্রদান করেন। পরবর্তিতে এডব্লিউএফ-এর গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান-কে সিইউএসটি এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান (অনারারী) নিযুক্ত করা হয়। প্রকল্প প্রস্তাব মোতাবেক বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদিত হয়। আবেগ তাড়িত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ না করে একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর প্রতিবেদন বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম ক্ষুন্ন করেছে, যা অত্যন্ত দূঃখজনক।

প্রতিবেদকের বক্তব্যঃ এ্যাডভান্সড ওয়েলয়েয়ার ফাউন্ডেশন (এডব্লিউএফ) জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান-এর হাতে গড়া।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্যঃ বিশ্ববিদ্যালয়টির উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান এ্যাডভান্সড ওয়েলয়েয়ার ফাউন্ডেশন (এডব্লিউএফ) প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০২ সালে এবং বানিজ্য মন্ত্রনালয়ের অনুমোদন লাভ করে ও আরজেএসসি-তে নিবন্ধিত হয় যার আবেদনকারী ও প্রতিষ্ঠাতা গাজী এম এ সালাম। ২০১০ সালে এডব্লিউএফ-এর গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান-কে সিইউএসটি এর বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান (অনারারী) নিযুক্ত করা হয়। এতদভিন্ন এডব্লিউএফ-এর সঙ্গে তাঁর কোন বিনিয়োগ বা সম্পৃক্ততা ছিল না। সুতরাং এটি একটি মনগড়া বানোয়াট বক্তব্য।

প্রতিবেদকের বক্তব্যঃ এডব্লিউএফ-এর নামে সরকার ৪ বিঘা জমি দিয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্যঃ এডব্লিউএফ বা বিশ্ববিদ্যালয়-এর নামে ৪ বিঘা বা কোন জমির বরাদ্ধ নেই, বক্তব্যটি বিভ্রান্তিকর ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

প্রতিবেদকের বক্তব্যঃ ডাঃ এম আর খান ৪ কোটি টাকার এফডিআর করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তব্যঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাবর বা অস্থাবর কোন সম্পত্তি বা সংরক্ষিত তহবিলে জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান-এর কোন অর্থ / অনুদান গ্রহন করা হয়নি। আল আরাফা ব্যাংকে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সংরক্ষিত তহবিল রয়েছে তার পরিচালনাকারী ডাঃ এম আর খান নয়, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট মোতাবেক সকল হিসাব পরিচালিত হয়। ডাঃ এম আর খান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে কোন এফডিআর করেননি সুতারাং ডাঃ ম্যান্ডি করীমের মালিকানা সংক্রান্ত বক্তব্য এবং অর্থ বিনিয়োগের (৪ কোটি) বিষয়টি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বিষয়টি সত্য হলে এতদিন তিনি দলিল/প্রমাণাদী নিয়ে সামনে আসতেন। প্রপাগান্ডা চালানোর জন্যই বিষয়টির অবতারনা করা হয়েছে।

Academic Campus: Plot-A/5, Block-A, Mirpur-14, Dhaka-1216, Bangladesh, Mobile: 01781 331600, Phone: +88029014199
School of Engineering & Civilization Planning: Plot-1/9, Road-2, Block-D, Section-15, Mirpur, Dhaka-1216, Bangladesh.
Web: www.cust.edu.bd, E-mail: info@cust.edu.bd.

ডাঃ ম্যান্ডি করীমের বক্তব্য প্রসঙ্গে।

বিশ্ববিদ্যালয়টির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ও প্রতিষ্ঠাতা গাজী এম এ সালাম। অনুমোদনকালীণ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান (অনারারী) ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান, যিনি এ্যাডভান্সড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন (এডব্লিউএফ) কর্তৃক মনোনীত ছিলেন। ডাঃ এম আর খান-এর মৃত্যুর পর ট্রাস্ট এ্যাক্ট ও সোসাইটি এ্যাক্ট অনুযায়ী নতুন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠিত হয়। মৃত্যুর পর তার সদস্যপদ আইনানুযায়ী বিলোপ হয়, উত্তারাধিকারের কোন বিষয় নেই। আমরা জাতীয় অধ্যাপক ডাঃ এম আর খান-কে শ্রদ্ধাভরে স্বরণ করি। নিজের বা তার পরিবারের কোন বিনিয়োগ/অনুদান না থাকলেও ২০১৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি অনুমোদনের পর জনৈক ডাঃ মেন্ডি করীম বিশ্ববিদ্যালয়টির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য হওয়ার জন্য ২০১৭ সালে ইউজিসি বরাবর অভিযোগ দাখিল করে। তার অভিযোগের প্রেক্ষিতে ইউজিসি তদন্তপূর্বক শিক্ষা মন্ত্রানালয়ে রিপোর্ট পেশ করলে ২৬ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বোর্ড অব ট্রাস্টিজে ডাঃ ম্যান্ডি করীম-এর অন্তর্ভূক্তি গ্রহনযোগ্য নয় মর্মে পরিপত্র জারি করে। সুতরাং বিষয়টি নিস্পত্তিকৃত বিষয়।

দীর্ঘ ৩ বছর পর একটি কুচক্রী ও স্বার্থান্বেসী মহল দ্বারা প্ররোচিত হয়ে এবং নিজ স্বার্থ চরিতার্থ্য করার জন্য ডাঃ ম্যান্ডি করীম আবারও সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী-এর মালিকানা দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করে যা অত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ক্ষুন্ন করছে।

গাজী মাহাবুবুল আলম, প্রফেসর আবুল কাশেম আল আমিন বা প্রফেসর গোলাম দস্তগীর-এর বক্তব্য প্রসঙ্গে।

অনুমোদন কালীন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির ১ম যে ট্রাস্টি বোর্ড ছিল সেখানে প্রফেসর আবুল কাশেম আল আমিন বা প্রফেসর গোলাম দস্তগীর-এর নাম ছিল না। বরং ডাঃ এম আর খান-এর মৃত্যুর পর বক্তব্য প্রদানকারী গাজী মাহাবুবুল আলম প্রতারনার আশ্রয় নিয়ে প্রফেসর আবুল কাশেম আল আমিন, প্রফেসর গোলাম দস্তগীর ও অন্যান্নদের যোগসাজসে বিশ্ববিদ্যালয়টির গাজী মাহাবুবুল আলম নিজে চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য এডব্লিউএফ-এর গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকে জালিয়াতি করে নিজেকে চেয়ারম্যান ঘোষনা করে একটি ভুয়া বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন করে। উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠাতা গাজী এম এ সালাম বিষয়টি বুঝতে পেরে এডব্লিউএফ-এর গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ গঠন করে যা রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ ও ফার্ম-এ নিবন্ধিত।

বিষয়টি নিয়ে গাজী মাহাবুবুল আলম মহামান্য সুপ্রিম কোর্টে মামলা করলে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠাতা গাজী এম এ সালাম-কে চেয়ারম্যান করে গঠিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ বৈধ ও সঠিক বলে রায় প্রদান করেন। সে মোতাবেক বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনেও বৈধ বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর কপি ও মহামান্য সুপ্রিম কোট-এর রায়ের কপি দাখিল করা হয়। সুতরাং ইউজিসির সঙ্গে যোগসাজসের যে বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে তা প্রতিবেদকের অজ্ঞতা। বক্তব্য প্রদানকারী গাজী মাহাবুবুল আলম প্রতারনার আশ্রয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির চেয়ারম্যান হতে চেয়ে ব্যর্থ হয়ে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ডাঃ এম আর খান-এর পালিত কন্যা ডাঃ ম্যান্ডি করীম-এর সঙ্গে যোগসাজসে বিশ্ববিদ্যালয়টির সুনাম নষ্ট করতে সংবাদ সম্মেলন করেছে।

এমতাবস্থায় সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী(সিইউএসটি) সম্পর্কে বাংলাভিশনে প্রচারিত সংবাদটির বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তক্রমে

21.01.21

(ড. পাড় মশিয়ুর রহমান)
রেজিস্ট্রার (ভারপ্রাপ্ত)
সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অব সাইন্স এন্ড টেকনোলজী
ফোন: +৮৮ ০১৯২৩ ১১১৩০২
registrar@cust.edu.bd

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি:

১। উপ-সচিব, বিশ্ববিদ্যালয়-১
২। সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন
৩। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, চেয়ারম্যান, সিইউএসটিটি
৪। ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, ভিসি, সিইউএসটি